সমাজের অসুস্থতার বিরুদ্ধে লড়াই করার একমাত্র উপায় একটি শক্তিশালী এবং মুক্ত প্রেসের মাধ্যমে

RNI-TC -WB-2023/018506

ক্রাইম প্রেস বেঙ্গল

বাংলা সংবাদ পত্র

Crimepressbengal@gmail.com ১৬ আগস্ট ২০২৫ বর্ষ ৩ ॥ সংখ্যা ২৮ মূল্য : পাঁচ টাকা

দেশজুড়ে সহাসমারোহে উদযাপিত হল ভারতের ৭৯ তম স্বাধীনতা দিবস

নিজের পাঁচ মাসের শিশু কন্যাকে হত্যা করার দায়ে গ্রেফতার অভিযুক্ত ঘাতক জন্মদাত্রী মা!

নয়ডায় ভুয়ো থানা তৈরির কারিগর প্রাক্তন তৃণমূল ব্লক সভাপতি বিভাস অধিকারী

ফুটবলে প্রতিভার মহিমায় জাতীয় যুব দলে অ্যাম্বুল্যান্স চালকের ছেলে সাহিল হরিজন

৭৯ তম স্বাধীনতার অমৃতযোগে সংহতি, ঐক্য ও উন্নয়নের বার্তা প্রধানমন্ত্রী সহ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর

সঞ্জনা সমাদার, ১৫ই আগস্ট

দেশজুড়ে গর্ব ও আবেগের আবহে পালিত হচ্ছে ভারতের ৭৯ তম স্বাধীনতা দিবস। ১৯৪৭ সালের এই দিনে দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের পথ পেরিয়ে পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করেছিল ভারত। সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তের স্মৃতিকে সামনে রেখেই আজ ভোর থেকে শুরু হয়েছে পতাকা উত্তোলন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও দেশাত্মবোধক কর্মসূচি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ সকালে লালকেল্লার প্রাচীর থেকে জাতিকে উদ্দেশ্য করে ভাষণ দেন। রাজধানীতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, “ঐক্য আর পরিশ্রমই ভারতের ভবিষ্যৎ লিখবে।” কলকাতায় মমতা জানান, “বাংলা ঐক্যের দিশারি, দেশকে সম্প্রীতির পথ দেখাবে।” তিনি স্বাধীনতার শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং আগামী দিনের উন্নয়ন ও ঐক্যের লক্ষ্যে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান। সম্প্রতি, “অপারেশন সিঁদুর’-র পর প্রথম স্বাধীনতা ছিল সন্ত্রাস পরাজয়ের উচ্ছ্বাসে মুখর। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে সন্ত্রাসবাদ, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, কৃষি ও শিল্প খাতের অগ্রগতি, এবং যুবশক্তির ভূমিকার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

একইসাথে কলকাতার রেড রোডে রাজ্যের তরফে পতাকা উত্তোলন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি শান্তি, সম্প্রীতি ও সাম্প্রদায়িক ঐক্যের বার্তা দিয়ে বলেন, “বাংলা সব সময় দেশকে ঐক্যের পাঠ দিয়েছে, ভবিষ্যতেও সেই পথেই চলবে।” পাশাপাশি শহিদ পরিবারের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি ও যুবসমাজকে দেশগঠনে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

দিনভর রাজ্য ও দেশজুড়ে চলেছে প্যারেড, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও দেশাত্মবোধক কর্মসূচি। বিদ্যালয়ে কবিতা আবৃত্তি, গান ও নাটকের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার ইতিহাস তুলে ধরা হয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে দেশপ্রেমের শুভেচ্ছা ও অনুপ্রেরণামূলক বার্তা। স্বাধীনতার এই ৭৯ বছরে দেশ অনেক দূর এগিয়েছে। তবে আজকের দিনটি মনে করিয়ে দেয়— স্বাধীনতা রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে উন্নয়ন, ঐক্য ও সম্প্রীতির দায়িত্বও সমানভাবে আমাদের।

চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষক সুবল সোরেনের মৃত্যুতে ক্ষোভে ফুঁসছেন চাকরিহারা শিক্ষকরা

সঞ্জয় কুমার দোলুই

চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষক সুবল সোরেন আজ প্রয়াত (৩৫)। আজ ১৫ ই আগস্ট শুক্রবার সকালে কলকাতার ইএম বাইপাসের ধারে একটা বেসরকারি হাসপাতালে মারা যান চাকরি হারা যোগ্য শিক্ষক সুবল সোরেন। হাসপাতাল সূত্রের খবর মস্তিষ্কের রক্ত ক্ষরণের ফলে মৃত্যু হয়েছে। চাকরি হারিয়ে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলেন। দীর্ঘ দিন রাজপথে আন্দোলন করেছিলেন চাকরি

➢ এরপর ৪ পাতায়

নয়ডায় ভুয়ো থানা তৈরির কারিগর বিভাস অধিকারী

প্রাইমারি নিয়োগ দূর্নীতিতে নাম জড়ানো নলহাটির প্রাক্তন তৃণমূল ব্লক সভাপতি বিভাস অধিকারী নতুন কীর্তি ভুয়ো থানা তৈরি!

সঞ্জয় কুমার দোলুই : ভুয়ো থানা তৈরি করে মানুষ কে প্রতারণা। সিনেমার গল্প কে হা মানাবে তৃনমুলের প্রাক্তন ব্লক সভাপতি বিভাস অধিকারী কান্ডকারখানা দেখে। বিভাস অধিকারী “ইন্টারন্যাশনাল পুলিশ অ্যান্ড ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো” নামে এক ভুয়ো আন্তর্জাতিক তদন্তকারী সংস্থার অফিস খুলে প্রতারণা চক্র, জালিয়াতি চালাতো এমনটা অভিযোগ দিল্লি পুলিশের। মানুষের কাছ থেকে জিজ্ঞাসাবাদের নাম করে টাকা তুলতো বিভাসের ভুয়ো থানা! বিভাস অধিকারী এবং তাঁর পুত্র এছাড়াও ৪ জন মোট ৬ জন কে দিল্লি থেকে গ্রেফতার করেছে উত্তর প্রদেশের গৌতমবুদ্ধ নগর থানার পুলিশ। ধৃতরা হলেন পশ্চিমবঙ্গের তৃনমুল এর প্রাক্তন ব্লক সভাপতি বিভাস অধিকারী, তাঁর পুত্র অর্ঘ অধিকারী (আইনের ছাত্র), পিন্টু পাল, সমাপদ মাল, বাবুলচন্দ্র মন্ডল, আশিস কুমার সকলেই পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমের

বাসিন্দা। তদন্তে ধৃতদের কাছ থেকে ৪২ হাজার ৩০০ টাকা নগদ উদ্ধার, একাধিক এটিএম কার্ড লেটারহেড ৩ টিভিজিটিং কার্ড, শংসাপত্র, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ৯ টি আইডি কার্ড, ১৬ টি রাবার স্ট্যাম্প, একটি স্যাম্প প্যাড, তিনটি মোবাইল ফোন, তিনটি পৃথক ব্যাঙ্কের চেকবই এছাড়া প্রচুর পরিমাণে নকল নথি, জাল কাগজপত্র পাওয়া গেছে। মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

পশ্চিমবঙ্গে বীরভূমের নলহাটী

➢ এরপর ২ পাতায়

মুরুটিয়া থানার গোয়াবাড়ী গ্রামে বাবা ও ছেলে মিলে প্রতিবেশীর মুখে ঘাস পোড়া বিষ দিয়ে হত্যা

অর্ধেন্দু মালাকার, করিমপুর

নদীয়া জেলার মুরুটিয়া থানার অধীন গোয়াবাড়ি গ্রামে পোড়া বিষ মুখে ঢেলে প্রতিবেশী যুবককে মেরে ফেলল ওই গ্রামের দুই অভিযুক্ত। পরিবার ও পুলিশ সূত্র থেকে জানতে পারা যায় যে মৃত যুবকের নাম নিতাই মন্ডল বয়স আনুমানিক ৪৭ বছর। তিনি প্রতিদিন তার নিজের পটলের ফুল ঠেকাতে যান তার প্রতিবেশীর সমর মন্ডলের জমি থেকে ফুল তুলে নিয়ে ফুল ঠেকিয়েছিলেন তার জমিতে। এই নিয়ে দুদিন আগে তাদের একটু ঝামেলা হয়। আর সেই ঝামেলার মাশুল দিতে হলো একটি তরতাজা জীবন দিয়ে। আজ আনুমানিক ভোরবেলায় যখন নিতাই মন্ডল তার নিজের জমিতে যাচ্ছিলেন ওই সময় গোয়াবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা সমর মন্ডল ও তার ছেলে উজ্জ্বল মন্ডল নিতাই মন্ডলকে মারধর করে তার মুখে পড়া বিষ ঢেলে দেয়। সেইখানে ধস্তাধস্তি হবার পর ছুটে নিতাই মন্ডল বাড়ি পালিয়ে যায় এবং বাড়িতে গিয়ে বলে যে ওই দুজন আমাকে বিষ খাইয়ে দিয়েছে। পরবর্তীকালে তাকে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় তার অবনতি দেখতে পাওয়া গেলে বহরমপুর মেডিকেল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় আজ বেলা দুটোর সময় নিতাই মন্ডল মারা যান। নিতাই মন্ডলের প্রতিবেশীরা ও তার আত্মীয়-স্বজনরা সমর মন্ডলের বাড়িতে চড়াও হয়। ঘটনাস্থলে মুরুটিয়া থানা অভিযোগ পেলে অভিযুক্ত সমর মন্ডল ও উজ্জ্বল মণ্ডল কে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। ঘটনাস্থলে মুরুটিয়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে যায় মরুটিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক নির্মল্য দত্ত। মুরুটিয়া থানার পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ।ঘটনাস্থলে করিমপুর সিআই আসেন অভিযুক্তদের বাড়িতে পুলিশ প্রিকেট বসানো হয়েছে। দুই অভিযোগ তোকে আজ তেহট্ট আদালতে তোলা হয়। পুলিশ পিসি চেয়েছে। গ্রামবাসী ও আত্মীয়-স্বজনরা চাইছে অভিযুক্তদের উপযুক্ত শাস্তি হোক। এই ঘটনায় গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

নয়ডায় ভুয়ো থানা তৈরির কারিগর বিভাস অধিকারী

➢ ১ম পাতার পর

-২ নং ব্লকের শীতলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষ্ণপুরের বাসিন্দা বিভাস অধিকারী। অল্পদিনের মধ্যে ই বিশাল সম্পদের অধিকারী। গ্রামের মানুষের কাছে এক বিস্ময়। বিভাস অধিকারী ৩ টি বিএড কলেজ এবং ৩টি ডিএলএড কলেজের মালিক, এছাড়াও ১ টি ফার্মাসি কলেজ রয়েছে। রয়েছে আশ্রম, অসংখ্য জমির মালিক, প্রাসাদসম বাড়ি, কোটি টাকার মন্দির। বিভাস অধিকারী এত টাকা করেছে তা কৃষ্ণপুরে মানুষের কাছে মুখে মুখে ঘোর সেই গল্প। এযেন রূপকথার রাজকুমার।

একসময় প্রাইমারি ২০১৪ সালের নিয়োগ দূর্নীতি নাম জড়ায় এই বিভাস অধিকারী। এক সময় বিভাস অধিকারী বীরভূমের নলহাটীর তৃনমুল এর ব্লকসভাপতি ছিলেন। আবারও বিভাস অধিকারী বিএড কলেজ এবং ডিএল এড কলেজ সংগঠনে সভাপতি ছিলেন। প্রাইমারি নিয়োগ দূর্নীতি মামলায় কুন্তল ঘোষ ধরা পড়ার পর বিভাস অধিকারী নাম উঠে আসে। তদন্তকারীরা জানায় তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য এর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বিভাসের। ইডির তল্লাশি অভিযান ও চালায় বিভাস অধিকারী বাড়িতে এবং কলকাতার অফিসে। সেই সময় TV9 বাংলার সাংবাদিক খবর সংগ্রহ করতে গেলে বিভাসের ছেলের দ্বারা আক্রান্ত হতে হয়। কলকাতা তে বিভাসের ভুয়ো থানা ছিল বলে জানা যায়।কলকাতার মানিকতলা ও বেলেঘাটায় ইন্টারপোল এর স্টীকারে লাগিয়ে তোলাবাজির কারবার চালাতো সূত্রেরখবর।

স্থানীয়দের দাবি ভুয়ো থানার সাইনবোর্ড ছিলো কাজকর্ম চলতো, বিভাস অধিকারী এবং তার দল ধরা পড়তে রাতারাতি সব খুলে দেওয়া হয়েছে।বর্তমানে "সর্বভারতীয় আর্য মহাসভা" নামে নতুন দল ও গঠন করেছে বিভাস অধিকারী। শোনা যায়, ধর্মসাধনা করতেন বিভাস অধিকারী তাঁর আশ্রমে। এহেন বিভাস অধিকারীর নতুন কীর্তি দিল্লির নয়ডায় ভূয়ো থানা তৈরি! রকেট গতিতে যার উত্থান ভূয়ো থানা তৈরি কারিগর তো হবে, এপ্রশ্ন সাধারণ মানুষের। প্রশ্ন উঠছে কিভাবে দিনের পর দিন পুলিশের নাকের ডগায় দিল্লিতে ভুয়ো থানা তৈরি করে জালিয়াতি করতো, এসবের পিছনে প্রভাবশালীদের কি কোন হাত রয়েছে? কোন জাদুবলে বিভাস অধিকারী আস্ত একটা ভুয়ো থানা গড়লো?

মঞ্চ থেকে সম্মান— বঙ্গরত্নে উজ্জ্বল ঝুমুর ঘোষ

সঞ্জনা সমাদ্দার

গত ২৬শে জুলাই ইন্ডিয়ান হিউম্যানিটি ফাউন্ডেশন-এর উদ্যোগে, বিদ্যান চন্দ্র দাস ও নবীন শর্মা জি-র পরিচালনায়, বিষ্ণুপুরের যদুভট্ট মঞ্চে দু'দিনব্যাপী নৃত্য উৎসবের আয়োজন করা হয়। ২৬শে জুলাই সুর লহরী নৃত্যাঙ্গন এর পক্ষ থেকে মেন্টর রত্নমণি ঝুমুর ঘোষ ও তাঁর সকল সদস্য ডেইজি ঘোষ, অঙ্কিতা দাস, তৃষিতা ঘোষ, গুঞ্জন রায়, নন্দিতা দাস ও স্তুতি চট্টোপাধ্যায় নৃত্য পরিবেশন করেন।তাঁদের পরিবেশনা ছিল গরজে গরজে রাগ মিঁয়াঁ মলহার ও তারানা এবং আধোরম মধুরম। এদিন সুর লহরী নৃত্যাঙ্গনের শিক্ষার্থীদের হাতে প্রদান করা হয় বঙ্গরত্ন পুরস্কার। এছাড়া বঙ্গমোহিনী অ্যাওয়ার্ড ও বঙ্গরত্ন সম্মান প্রদান করা হয় ঝুমুর ঘোষ মহাশয়কে।

উৎসবের আয়োজকরা জানান, এ ধরনের অনুষ্ঠান আগামী দিনে আরও বড় আকারে করার পরিকল্পনা রয়েছে, যাতে বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আন্তর্জাতিক মঞ্চে পৌঁছে যায়।উৎসবের আয়োজকরা জানিয়েছেন, আগামী বছরে এই নৃত্য উৎসব আরও বৃহত্তর আকারে করার পরিকল্পনা রয়েছে, যেখানে আন্তর্জাতিক শিল্পীরাও অংশ নেবেন। তাঁদের মতে, এমন উদ্যোগ বাংলা সংস্কৃতিকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিতে সাহায্য করবে।মঞ্চে প্রতিটি পরিবেশনার পর করতালির ঢেউয়ে ভেসে গিয়েছে যদুভট্ট মঞ্চ। অনেক দর্শক জানান, তাঁরা বহুদিন পরে এমন হৃদয়গ্রাহী

নৃত্যউৎসব দেখলেন, যেখানে শাস্ত্রীয় ভঙ্গি ও ভাবের গভীরতা সমানতালে মিলেছে আধুনিকতার সঙ্গে।বিষ্ণুপুরের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে এই উৎসব শুধু শিল্পীদের মঞ্চই দেয়নি, তুলে ধরেছে বাংলা নৃত্যকলার ঐতিহ্য ও গৌরবের নতুন অধ্যায়।

টাকি বিদ্যালয়ে মহাসমারোহে পালিত হলো ভারতের ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস

পারিজাত মোল্লা

শুক্রবার সারাদেশ জুড়ে ৭৯ তম স্বাধীনতা দিবস মহাসমারোহে পালিত হলো।পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা এসেছে ভারতের বুকে।সেইসব শহীদদের স্মরণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সারাদেশে পালিত হলো ৭৯ তম স্বাধীনতা দিবস।এদিন সকালে শিয়ালদহ সংলগ্ন টাকি গার্লস এবং বয়েজ স্কুলে মহাসমারোহে পালিত হলো স্বাধীনতা দিবস ঘিরে বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ।দেশাত্মবোধক গান থেকে আবৃত্তি,নাচ, বক্তব্য পেশ সব কিছুই হলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে । টাকি গার্লস প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সুনীতা দাশগুপ্তর পরিচালনায় শতাধিক ক্ষুদে পড়ুয়াদের স্বাধীনতা দিবসে অংশগ্রহণ এক অন্য মাত্রা এনে দেয় এদিন।এই অনুষ্ঠানে পুরোটাতেই ক্ষুদে পড়ুয়াদের দাপট চোখে পড়ার মত।উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন থেকে দেশাত্মবোধক নৃত্য ক্ষুদে পড়ুয়ারা সাবলীলভাবে অংশগ্রহণ করে শতাধিক অভিভাবক সহ বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষিকা - অশিক্ষক কর্মীদের সামনে ।নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু - মহাত্মা গান্ধীদের মত মনিষীদের সাঁজে আসে বেশ কয়েকজন স্কুল পড়ুয়ারা।টাকি গার্লস প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সুনীতা দাশগুপ্ত জানান -" স্বাধীনতা দিবসে অংশগ্রহণ করতে ক্ষুদে পড়ুয়াদের আগ্রহ যথেষ্ট সাধুবাদ যোগ্য, সঙ্গীত পরিবেশন থেকে আবৃত্তি, নৃত্য পরিবেশনে ওরা নিজেদের সেরাটা দেওয়ার চেস্টা করেছে"। অপরদিকে শিয়ালদহ সংলগ্ন টাকি বয়েজ স্কুলের মাঠে মহাসমারোহে পালিত হলো ৭৯ তম স্বাধীনতা দিবস।শত শত পড়ুয়া সহ অভিভাবকদের উপস্থিতিতে চলে বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। টাকি বয়েজ স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা স্বাগতা বসাক সহ অন্যান্য শিক্ষক - শিক্ষিকাদের উপস্থিতি স্বাধীনতা দিবস টি পালন করা হয়।স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে বক্তব্য পেশ, দেশাত্মবোধক গান চলে দুপুর অবধি।টাকি বয়েজ এবং গার্লস স্কুল পঠন পাঠনে, ক্রীড়া - সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কলকাতা সহ রাজ্যে বিশেষ স্থান করে রয়েছে।শুধু পড়াশোনা নয়,সামগ্রিকভাবে পড়ুয়াদের বিকাশে এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকবর্গ নিরলসভাবে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে চলেছেন বলে অভিভাবকরা জানিয়েছেন।টাকি গার্লস বিদ্যালয়ের ভেতরে যেভাবে দেওয়ালে বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক বার্তা, মনিষীদের বাণী দেওয়া রয়েছে,তাতে প্রতিনিয়ত পড়ুয়াদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহী ক্রমশ বাড়ছে । এর পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের ফুলের গাছ ক্ষুদে পড়ুয়াদের মানসিক বিকাশে এক দুর্দান্ত ভুমিকা নিচ্ছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষাবিদরা।

অভয়ার বাবা-মা ডাকে নবান্ন অভিযানে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিশাল পুলিশ বাহিনী

সঞ্জয় কুমার দোলুই ॥ ৯ই আগস্ট

অভয়ার বিচার চাই, We Want Justice এই শ্লোগান আকাশে বাতাসে আজ মুখরিত। অভয়ার উপর বর্বরোচিত নৃশংস নারকীয় ঘটনার একবছর। আজ পথে নেমেছে জনগণ অভয়ার বাবা-মা ডাকে নবান্ন অভিযানে। অভয়া কান্ডের পর ও পশ্চিমবঙ্গে ঘটে চলছে নারীদের উপর অত্যাচার কসবা কান্ড তার জ্বলন্ত উদাহরণ। নারী সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে জনগন আজ পথে নেমেছে। অভয়া বিচার চেয়ে নবান্ন অভিযান সামিল হয়েছে হাজার হাজার মানুষ।

অভয়ার বাবা-মা ডাকে নবান্ন অভিযানে সামিল হয়েছে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়। পার্কস্ট্রিটে নবান্ন অভিযান শুভেন্দু অধিকারী মহাশয় কে পুলিশের বাধা দেওয়ায় সেখানেই বসে বিক্ষোভ দেখায় বিরোধী দলনেতা, অগ্নিমিত্রা পাল রা। পুলিশের সাথে জনগণের ধুন্ধুমার পরিস্থিতি, ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা । ডোরিনা ক্রসিং তে ব্যাপক উত্তেজনা জনগন ও পুলিশের মধ্যে। অভিযোগ ওঠে অভয়ার মায়ের কপালে আঘাত লেগেছে। রাণী রাসমণি রোডে পুলিশের বিশাল ব্যারিকেড, বিশাল পুলিশ বাহিনী বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মিছিল আটকে দিলে সেই মিছিল জহরলাল নেহেরু রোড ধরে এগিয়ে চলে। নবান্ন অভিযান মুখে সমস্ত রাস্তা ই প্রায় লোহার ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। এমনকি রাস্তা খুঁড়ে লোহার রড বসানো হয়েছে যাতে করে আন্দোলনকারী রা যেতে না পারে।

অপর দিকে নবান্ন অভিযানে হাওড়ার সাঁতরাগাছি তে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি। বড় বড় লোহার ব্যারিকেড ভেঙে এগোনোর চেষ্টা আন্দোলনকারী দের এবং লোহার ব্যারিকেডের তালাও ভাঙতে দেখা যায়। আন্দোলনকারীরা লোহার ব্যারিকেডের উপর উঠে পড়ে অভয়ার বিচারের দাবি করে শ্লোগান দিতে থাকে । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিশাল

নানুরে গভীর রাতে অজয় নদীর বালি ঘাটে জেলা শাসকের অভিযানে বাজেয়াপ্ত একাধিক গাড়ি

শুভদীপ গুঁই, নানুর

১২ আগস্ট মঙ্গলবার গভীর রাতে নানুরের অজয় নদীর লোচনদাস সেতু সংলগ্ন স্থানে পালিতপুরের একটি অবৈধ বালিঘাটে জেলা শাসক বিধান রায়ের আচমকা অভিযানে বড়ো সড়ো সাফল্য প্রশাসনের। বুধবার দুপুর নাগাদ সেই ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই জানা গেছে।ঐ অভিযানে জেলা শাসকের সঙ্গে ছিলেন মহকুমা শাসক অয়ন নাথ, নানুরের বিডিও সন্দীপ সিংহ রায়, বিএলআরও সৌমেন জানা, নানুর থানার ওসি নিতু সিংহ সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা।

এদিন পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৪টি বালি ভর্তি ডাম্পার,১২ টি খালি ডাম্পার,৪টি জেসিবি(এক্সকাভেটর) ও দুটি যন্ত্র বসানো বালি তোলার নৌক। যদিও এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে আটক বা গ্রেপ্তার করা হয়নি। এ প্রসঙ্গে অনুব্রত ঘনিষ্ঠ প্রাক্তন জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ আব্দুল কেরিম খান জানান, জেলা প্রশাসনের কাছে খবর ছিল পালিতপুরে একটি অবৈধ ঘাট চলছে তাই তিনি রাতের অন্ধকারে এসে অভিযান চালায়। আমরা চাইবো যে এই ধরনের অবৈধ বালিঘাট গুলি বন্ধ হোক।

অন্যদিকে নানুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য জানান, যদি কোন অবৈধ ঘাট থেকে বালি ওঠে সেটা দেখার দায়িত্ব প্রশাসনের। প্রশাসন প্রশাসনের মতোই কাজ করছে কোন অন্যায় করেনি।তবে প্রশ্ন উঠছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে'র পরেও কাদের মদতে চলছিল অবৈধ বালিঘাট? মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে অমান্য করেই কি দিনের পর দিন সেখানে রমরমিয়ে চলতো বালিঘাট? যা নিয়ে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে জেলা প্রশাসন।

নিজের গর্ভের পাঁচ মাসের শিশু কন্যাকে হত্যা করার দায়ে গ্রেফতার

অভিযুক্ত ঘাতক জন্মদাত্রী মা!

বিক্রম কর্মকার, ত্রিপুরা

ত্রিপুরায় আরও একটি জঘন্যতম ঘটনা ঘটালো এক গর্ভধারিণী মা তার নিজের গর্ভের পাঁচ মাসের শিশু সন্তানকে হত্যা করে। এই পৃথিবীতে মা'কে সন্তানরা ভগবানের আরেক রূপ হিসাবে শ্রদ্ধা এবং ভক্তির চোখে দেখে। তবে এই কেমন মা নিজের সদ্যোজাত পাঁচ মাসের ছোট্ট সন্তানকে বালিশ চাপা দিয়ে হত্যা করল। তবে এই ধরনের ঘটনা ভারতের ছোট রাজ্য ত্রিপুরায় বিরল থেকে বিরলতম ঘটনা বললেই চলে। পরকীয়া প্রেমের জেরে পাঁচ মাসের কন্যা সন্তানকে বালিশ চাপা দিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করলো জন্মদাত্রী মা। ঘটনাটি ঘটেছে ত্রিপুরা সিপাহীজলা জেলা সোনামুড়া থানার অন্তর্গত বাম পদপাড়া এডিসি ভিলেজ গ্রামে। জানা গেছে, ওই গ্রামের মানব রুপী রাক্ষসী জন্মদাত্রী মা সুচিত্রা দেববর্মা, উনার স্বামী অমিত দেববর্মা একজন শ্রমিক হিসাবে কাজ করেন। তাদের ঘরে ৭ বছরের একটি ছেলে সন্তানও রয়েছে। সুচিত্রা দেববর্মা তাদের পাড়ার এক ব্যক্তির সাথে প্রায় এক বছর ধরে গোপনে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলে। যে সম্পর্ক তাদের সুন্দর পরিবারের একটি অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সেই গোপন প্রেমের পরিণতির কারণে অকালে প্রাণ ঝরলো পাঁচ মাসের ছোট্ট শিশু কন্যার। ঘটনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে ছুটে যায় সোনামুড়া থানার ওসি তাপস দাস সহ বিশাল পুলিশ ও ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস জওয়ানরা। গ্রেফতার করা হয় পশুরুপি জন্মদাত্রী মা সুচিত্রা দেববর্মাকে। পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে অবুঝ ৫ মাসের ছোট্ট শিশু কন্যার মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সোনামুড়া মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়ে দেয়। তবে, এই জঘন্যতম ঘটনা মুহূর্তের মধ্যেই গোটা সোনামুড়া মহকুমা

➢ এরপর ৪ পাতায়

CRIME PRESS
BENGAL
NATIONAL NGO
HUMAN RIGHTS ACTIVITIES

৫০ হাজার টাকায় 'সুপারি', স্বামীই ভাড়াটে খুনি দিয়ে গলা কাটাল স্ত্রীর! জঙ্গলে মিলল কঙ্কালসার দেহ

যশপাল সিং, ত্রিপুরা

দীর্ঘ চোদ্দ দিনের অপেক্ষার অবসান হলো এক হাড়হিম করা সত্যের পর্দাফাঁসে। বিলোনিয়া থেকে নিখোঁজ গৃহবধূ কণা দেবনাথ দাসের (৪৫) গলিত মৃতদেহ উদ্ধার হলো সোনামুড়ার কাশারী গভীর জঙ্গল থেকে। আর এই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ যে তথ্য সামনে এনেছে, তা যেকোনো থ্রিলার সিনেমাকেও হার মানায়। জানা গেছে, নিছক নিখোঁজ নয়, ৫০ হাজার টাকার বিনিময়ে 'সুপারি' দিয়ে নিজের স্ত্রীকেই নৃশংসভাবে খুন করিয়েছে স্বামী রাজু দাস। ঘটনার সূত্রপাত গত ২৮শে জুলাই। বিলোনিয়া সিএমও অফিস সংলগ্ন এলাকা থেকে হঠাৎই নিখোঁজ হয়ে যান কণা দেবী। তাঁর মেয়ে প্রীতি দেবনাথ বিলোনিয়া মহিলা থানায় মায়ের নিখোঁজ ডায়েরি করেন। এরপরই তদন্তে নামে পুলিশ। তদন্তের গভীরে গিয়ে পুলিশ মোবাইল ফোনের কল রেকর্ডের সূত্র ধরে গত সোমবার রাতে তিনজনকে আটক করে। এদের মধ্যে ছিলেন কণা দেবীর স্বামী রাজু দাস, বিলোনিয়ার রাম ঠাকুর পাড়ার বাসিন্দা দুলন দাস (২৮) এবং রাজনগর মুসলিম পাড়ার বাসিন্দা মোহাম্মদ মিয়া (৩৫)। দুলন দাস গত পৌরসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ছিল বলে জানা গেছে।

পুলিশি জেরার মুখে ভেঙে পড়ে অভিযুক্তরা খুনের কথা স্বীকার করে। তাদের জবানবন্দি অনুযায়ী, স্বামী রাজু দাসই তার স্ত্রীকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য দুলনকে ৫০ হাজার টাকার 'সুপারি' দিয়েছিল। পূর্ব পরিচিত হওয়ায় দুলনই কণা দেবীকে ফোন করে বাড়ি থেকে ডেকে আনে। এরপর তাকে কাশারীর জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল মোহাম্মদ মিয়া। সেখানেই মাংস কাটার একটি ধারালো দা দিয়ে পিছন থেকে কণা দেবীর গলা কেটে নৃশংসভাবে হত্যা করে মোহাম্মদ মিয়া। সোমবার রাতেই পুলিশ অভিযুক্তদের নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে হত্যার স্থান শনাক্ত করে। এরপর খবর দেওয়া হয় মৃতের মেয়ে প্রীতি দেবনাথকে। মঙ্গলবার সকালে জঙ্গলের ভেতর থেকে কণা দেবীর পচনশীল মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ দল। তাঁরা ঘটনাস্থল থেকে প্রয়োজনীয় নমুনা সংগ্রহ করেছেন। এই ঘটনায় গোটা বিলোনিয়া জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য ও শোকের ছায়া নেমে এসেছে। যে স্বামীর উপর ভরসা করে একজন নারী জীবন কাটায়, সেই স্বামীই যে এমন নৃশংস ঘাতক হতে পারে, তা ভেবে শিউরে উঠছেন এলাকাবাসী। পুলিশ তিন অভিযুক্তকেই গ্রেপ্তার করে ঘটনার আরও গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করছে।

ত্রিপুরা রাজ্যের ঊণকোটি জেলার ফটিকরায়ে পুলিশের হানা, ই-রিক্সা থেকে বিপুল পরিমাণ বিদেশি মদ উদ্ধার, আটক চালক

যশপাল সিং, ত্রিপুরা

নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার অভিযানের মাঝেই ঊনকোটি জেলার ফটিকরায়ে পুলিশের অভিযানে বিপুল পরিমাণ বিদেশি মদ উদ্ধার হয়েছে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে একটি ই-রিক্সায় তল্লাশি চালিয়ে এই মদ বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং চালককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ফটিকরায় থানার ওসি পার্থ নাথ ভৌমিক জানান, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ফটিকরায় গার্লস স্কুল সংলগ্ন এলাকায় ইন্সপেক্টর বিকাশ দাসের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল নাকা চেকিং শুরু করে। সেই সময়ই একটি সন্দেহভাজন ই-রিক্সা (টমটম) আসতে দেখে পুলিশ সেটিকে আটকায়। এরপর তল্লাশি চালাতেই বেরিয়ে আসে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মোট ৭৬ বোতল বিদেশি মদ। ঘটনায় ই-রিক্সা চালক দেবাশিস পালকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, মদ সহ ই-রিক্সাটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং ধৃতের বিরুদ্ধে ত্রিপুরা আবগারি আইনের ৬৯ ধারায় একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া মদের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা। ধৃতকে আজ আদালতে তোলা হবে।

যোগ্য শিক্ষক সুবল সোরেনের মৃত্যুতে ক্ষোভে ফুঁসছেন চাকরিহারা শিক্ষকরা

➢ ১ম পাতার পর

ফিরে পেতে। পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা থেকে কখনো কখনো ধামসা,মাদল নিয়ে কলকাতা আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। চাকরি হারা যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চের আন্দোলনের অন্যতম মুখ ছিল সুবল সোরেন। চাকরি হারিয়ে মানসিক চাপ এবং পুনরায় পরীক্ষা দেওয়া যন্ত্রণা তাঁর এই মৃত্যুর কারণ বলে মনে করছে পরিবারের লোকজন। সুবল সোরেন আদিবাসী সমাজ থেকে উঠে আসা করুন দুর্দশা অভাব কে হার মানিয়ে সংগ্রাম করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল স্কুল শিক্ষকের চাকরি পেয়ে কিন্তু শুধু মাত্র কমিশনের নিয়োগ দূর্নীতি কারণে চাকরি হারিয়ে মানসিক যন্ত্রণা এবং মানসিক চাপ এর ফলে আজ মৃত্যুর কোলে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে পশ্চিমবঙ্গে ২০১৬ সালের এসএসসি নিয়োগের ২৫ হাজার ৭৫২ জনের চাকরি চলে যায়। সেই তালিকায় নাম ছিল সুবল সোরেনের। ডেবরা ব্লকের বৌলাসিনি হাইস্কুলের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন সুবল সোরেন। দীর্ঘ ৭ বছর শিক্ষকতা ও করেছেন তিনি। কিন্তু সেই চাকরি কেড়ে নিলো সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ২৬০০০ চাকরি বাতিল মামলায়। স্কুল সার্ভিস কমিশনের ব্যর্থতা এবং নিয়োগ দূর্নীতি কারণে যোগ্য শিক্ষক রা ও বঞ্চিত হলো। সেই সাথে সুবল সোরেন মতো অসংখ্য যোগ্য শিক্ষক আজ চাকরি হারিয়ে দিশেহারা অর্ধমৃত অবস্থা। শিক্ষক সুবল সোরেন মৃত্যুতে ক্ষোভ ফেটে পড়ে চাকরি হারা যোগ্য শিক্ষক রা। তাদের সহযোদ্ধা কে হারিয়ে সরকার এবং স্কুল সার্ভিস কমিশনের উপর ক্ষোভ উগরে দেয়। পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরার বাসিন্দা, চাকরি হারা যোগ্য শিক্ষক সুবল সোরেন চাকরি হারিয়ে মানসিক যন্ত্রণায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে ছিলো।

পরিবারের দাবি নিয়মিত ঔষধ খেত না। চাকরি হারানোর ধাক্কা সামলাতে পারেনি ১১ ই আগস্ট ব্রেনস্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে ডেবরা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকে কলকাতায় ইএম বাইপাসের ধারে একটা বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আজ সকালে তাঁর মৃত্যু ঘটে। এই মর্মান্তিক মৃত্যু তে চাকরি হারা যোগ্য শিক্ষকরা ক্ষোভ ফেটে পড়ে।

অভয়ার বাবা-মা ডাকে নবান্ন অভিযানে ধুন্ধুমার

➢ ১ম পাতার পর

পুলিশ বাহিনী সদা প্রস্তুত রয়েছে। ড্রোনের মাধ্যমে নজর রাখছে পুলিশ, RAF এবং মহিলা RAF এবং বিশাল পুলিশ বাহিনী রয়েছে। হাওড়া ব্রীজে বাসচলাচল বন্ধ রাখা হয়। হেঁটে সাধারণ মানুষকে হাওড়া ব্রীজ পার হতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। হাওড়া সিটি পুলিশের তরফে মাইকিং করা হচ্ছে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করার জন্য যাতে ব্যারিকেড না ভাঙে। আজ নবান্ন অভিযান ধুন্ধুমার পরিস্থিতি এবং রণক্ষেত্র চেহারা নেয় হাওড়া এবং কলকাতার একাংশ।

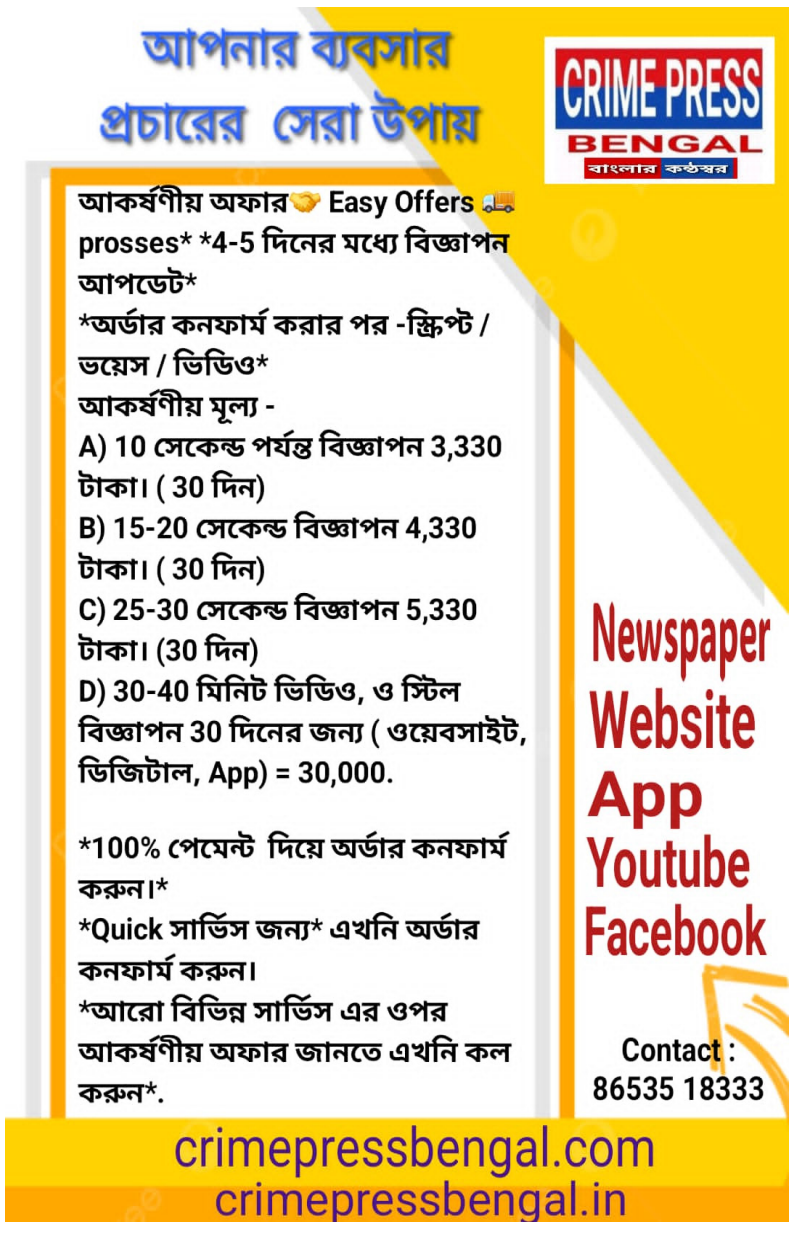

ফুটবলে প্রতিভার মহিমায় জাতীয় যুব দলে অ্যাম্বুল্যান্স চালকের ছেলে সাহিল হরিজন

বিদ্যুৎ ভৌমিক

অভাবী সংসারে শত অভাব পিছু ছাড়ছে না। নুন আনতে পান্তা ফুরানোর পরিবারে আর্থিক অনটন মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ।তবুও কঠিন লড়াইয়ে টিকে থেকে দাঁতে দাঁত চেপে কলকাতা ময়দানে ফুটবলকে পাথেয় করে নির্নিমেষে তিন-চার জনকে অবলীলাক্রমে ডজ করে ক্রশবারের কোণ ঘেঁষে বল জালে জড়াচ্ছে।তেকাঠি চিনতে তার অসুবিধে হয় নি।এমন নয়নাভিরাম গোল করতে পারলে যে কোন স্ট্রাইকার নিজেকে গর্ববোধ করতে দ্বিধা করে না। এমনই অনায়াস দক্ষতাকে সম্বল করে কলকাতা ময়দানে সাড়া জাগিয়ে জাতীয় যুব দলে নিজের জায়গা পাকা করে নিয়ে নজর কেড়েছে ইউনাইটেড স্পোর্টস জুনিয়র টিমের স্ট্রাইকার ঊনিশ বৎসর বয়সী হাবড়ার উঠতি ফুটবলার সাহিল হরিজন।

সূত্রের খবর, উত্তর ২৪ পরগণা জেলার হাবড়া পুরসভার ৮ নং ওয়ার্ডের হাবড়া ষ্টেট জেনারেল হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় সাহিলের বসতবাড়ি ।তার বাবা অজয় হরিজন হাবড়া পুরসভার অস্থায়ী অ্যাম্বুল্যান্স চালক । তিনিও অসম্ভব ধরনের ফুটবলপ্রেমী ছিলেন । ৬ বৎসর বয়স থেকেই সাহিলের ফুটবলের প্রতি একাত্মবোধ দেখে তার বাবা অশোকনগরে এক ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবিরে সাহিলকে ভর্তি করে দেন ।পরবর্তীতে এক সময়ের কলকাতা মাঠে সাড়া জাগানো স্ট্রাইকার অসীম বিশ্বাসের অনুপ্রেরণায় আকৃষ্ট হয়ে ফুটবলকে ভিন্ন মাত্রায় পৌঁছে দেয়।একটা সময় কলকাতা লিগে পাঠচক্রের হয়ে খেলতে নেমে একটা দুর্দান্ত ব্যাক ভলিতে চমকপ্রদ গোল করে নজর কাড়ে সাহিল।তারপর থেকে তাকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি ।এরপর দ্বিতীয় ডিভিশনে আই লিগে ইউনাইটেড স্পোর্টস দলে নাম লিখিয়ে ১১টি গোল করে প্রতিযোগিতায় যুগ্ম সর্বোচ্চ গোলদাতার শিরোপা লাভ করে হাবড়ার

উঠতি ফুটবলার সাহিল হরিজন । এবার কলকাতা লিগে ইউনাইটেড স্পোর্টস দলে প্রতিনিধিত্ব করে ক্রীড়াদক্ষতায় সাহিল জানান দিয়েছে যে, কেন তাকে নিয়ে বাংলার ক্রীড়ামোদী আমজনতা স্বপ্নের জাল বুনছে আর তাকে নিয়েই বা এত গর্ব কেন ক্রীড়ানুরাগীদের ? তার এই কঠোর পরিশ্রমের ফসল তোলার কারণে অনূর্ধ্ব ২৩ ভারতীয় ফুটবল দলে সে মনোনীত হয়েছে। জাতীয় যুব ফুটবল দলের জার্সি গায়ে চাপিয়ে এএফসি চ্যাম্পিয়নশিপ কাপে তার আপন আবির্ভাব ক্রীড়াদক্ষতাকে প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছে উজ্জ্বল প্রতিভা ।

জাতীয় যুব ফুটবল দলে স্থান পাওয়ায় খুশিতে ভরপুর সাহিলের বাবা মা ও এলাকার মানুষজন ।প্রতিক্রিয়ায় সাহিলের বাবা জানান যে, ছেলেকে ভালো প্রশিক্ষক দিতে পারিনি , তেমন কোনও চাহিদা পূরণ করতে পারিনি।কঠোর পরিশ্রম করে ছেলে আজ দেশের হয়ে খেলার ডাক পেয়েছে।খেলার মাঠে ও যেন সেরাটা দিতে পারে।দেশকে যেন জয় এনে দিতে পারে, সেই কামনা করি ।ইউনাইটেড স্পোর্টস দলের সর্বময় কর্তা নবাব ভট্টাচার্য সাহিল সম্পর্কে জানালেন যে, আমি ওকে প্রথম দিনই বলেছিলাম খেপের মাঠ থেকে দূরে থাক্ ।অনেক দূর যাবি।ও আমার কথা রেখেছে।সাহিলের প্রথম দিকের ফুটবল কোচ সৌরজিৎ দাস বলেন যে, প্রথম দিন থেকেই সাহিলের পায়ে অসাধারণ স্কিল দেখেছি । একই সাথে আছে দুরন্ত গতি।আমার বিশ্বাস, দেশের হয়ে সাহিল সেরাটা উজাড় করে দেবে।

নিজের সম্পর্কে সাহিলের বক্তব্য : বাবা ও মা শুরু থেকেই পাশে ছিল ।তাই ডাল ভাত খেয়ে থেকেছি ।কিন্তু কখনও খেপ খেলিনি ।একটাই স্বপ্ন দেখি রোজ, বড় দলে খেলতে হবে ।জাতীয় দলে খেলতে হবে ।গত বছর চোটের জন্য লিগ খেলতে পারিনি।খুব কষ্ট হত, মনখারাপ হতো।তবে জেদ বাড়িয়ে দিয়েছিল ফিরতেই হবে ।সাহিল কথা রেখেছে।দেশের হয়ে খেলার জন্য আজ সে হাবড়া ছেড়ে বেঙ্গালুরু পাড়ি দিয়েছে।সেখানেই জাতীয় ফুটবল দলের ট্রায়াল শিবির ।এবার কলকাতা মাঠের ফুটবলপ্রেমীদের গরিব ঘর থেকে উঠে আসা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাহিল হরিজনের আগামী দিনগুলোতে ক্রীড়াদক্ষতা উপভোগ করার পালা।

নিজের গর্ভের পাঁচ মাসের শিশু কন্যাকে হত্যা করার দায়ে গ্রেফতার অভিযুক্ত ঘাতক জন্মদাত্রী মা !

➢ ১ম পাতার পর

জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনাটি জানাজানি হতেই সোনামুড়া মহকুমার প্রতিটি অংশের মানুষ ত্রিপুরা পুলিশ প্রশাসনের কাছে জোরালো দাবি জানাচ্ছে শিশু কন্যা হত্যার মূল অভিযুক্ত পশুরুপি জন্মদাত্রী মা সুচিত্রা দেববর্মাকে এমন কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি দেওয়া হোক যাতে করে গোটা দেশ এবং রাজ্যের জন্মদাত্রী মা তার সন্তানদের সাথে আর কোনদিন এই ধরনের জঘন্য ঘটনা ঘটাতে না পারে।

এই ঘটনায় সোনামুড়া থানার ওসি তাপস দাস জানিয়েছেন, এই জঘন্য ঘটনায় অভিযুক্ত মা সুচিত্রা দেববর্মার বিরুদ্ধে পুলিশ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। পাশাপাশি, সুচিত্রা দেববর্মাকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে এই ঘটনার সাথে আর কেউ যুক্ত রয়েছে কিনা।

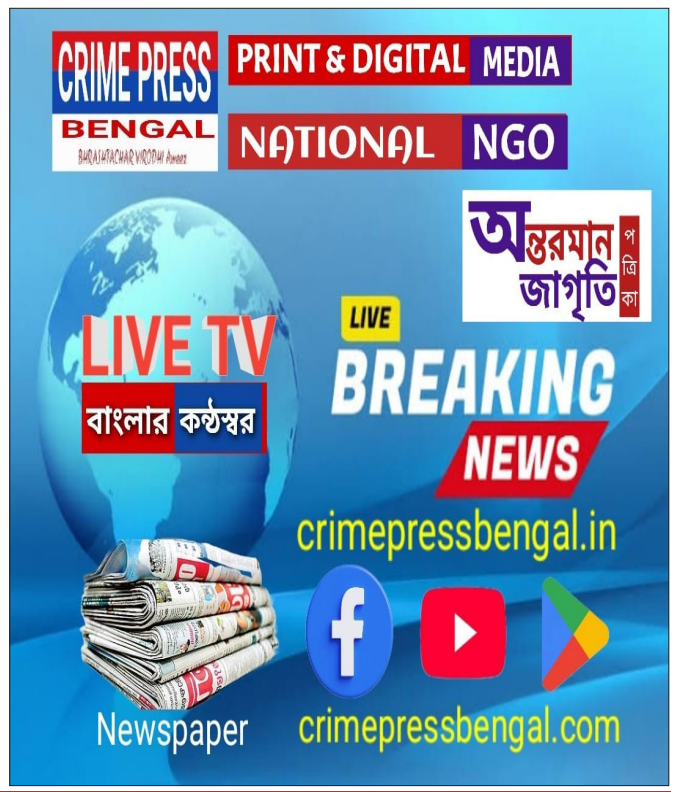

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক- কৌশিক দত্ত (মো. ৯০৬৪৪৫২২২৫) তৎকর্তৃক গ্রাম ও ডাকঘর- তারকেশ্বর জয়কৃষ্ণ বাজার, থানা তারকেশ্বর, জেলা-হুগলি (পঃ বঃ), পিন-৭১২৪১০ থেকে প্রকাশিত।
মুদ্রণ সহযোগিতায়- গণচিন্তা অফসেট প্রেস, আনন্দপল্লী ॥ পূর্ব বর্ধমান ॥ সম্পাদক : কৌশিক দত্ত ➢ সহ-সম্পাদক : রিয়া সিংহ রায় ও সঞ্জয় কুমার দোলুই ➢ বার্তা সম্পাদক - সঞ্জনা সমাদ্দার